

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা

ববি প্রতিনিধি



উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমকে অবাস্তিত ঘোষণা করে পূর্ণাঙ্গ শাটডাউনের কর্মসূচি দিয়েছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। রবিবার (১০ মে) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের ব্যানারে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

এর আগে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পদোন্নতির দাবিকে কেন্দ্র করে গত ২০ এপ্রিল থেকে টানা ১০ দিন আন্দোলন চলছিল। আন্দোলনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে এবং

ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম উদ্বেগ সৃষ্টি হয়।

পরে সংকট নিরসনে উদ্যোগ নেয় প্রশাসন।

বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন অনুষদের ডিনদের অংশগ্রহণে ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ তৈরি হয়। ওই বৈঠকের পর শিক্ষকরা কর্মসূচি শিথিল করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হওয়ার আশাবাদ তৈরি হয়েছিল।

পড়ুন



বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও
সিন্ডিকেট সদস্যের পদত্যাগ

তবে শিক্ষক সমাজের দাবি, ৩০ এপ্রিলের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান আইন, নীতিমালা ও প্রচলিত চর্চা অনুযায়ী সংকট সমাধানের বিষয়ে সমঝোতা হলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

বরং উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক
আলম একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে হাঁটছেন
বলে অভিযোগ করেন তারা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপাচার্য গত ৮ মে
রাত ১০টার দিকে নোটিশ দিয়ে ৯ মে সকাল
১১টায় একটি জরুরি সিন্ডিকেট সভা আহ্বান
করেন। শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, ওই সভায়
অধিকাংশ সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্যের
মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে এবং
বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সংকট নিরসনে
কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এতে
করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আরো জটিল
হয়ে উঠেছে বলে তারা মনে করছেন।

এ পরিস্থিতিতে রবিবার অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের
সাধারণ সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করা হয়। সভা থেকে আগামী ১১ মে থেকে
উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবাস্তিত
ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ওই দিন থেকে
ক্লাস, পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ সব
একাডেমিক কার্যক্রমে পূর্ণাঙ্গ শাটডাউনের
ঘোষণা দেন শিক্ষকরা। এ ছাড়া প্রশাসনিক
দায়িত্বে থাকা শিক্ষকদের পদত্যাগ করার
সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

শিক্ষক নেতারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং চলমান সংকট সমাধানে তারা দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরে আলোচনার পথ অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংকট নিরসনে কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য উদ্যোগ না নেওয়ায় তারা আবারও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

তাদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

এদিকে শিক্ষকদের নতুন কর্মসূচির ঘোষণায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবারও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ শাটডাউনের কারণে ক্লাস-পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে সেশনজট আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন শিক্ষার্থীরা। দ্রুত সংকট সমাধানে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

সার্বিক বিষয় জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. তৌফিক আলমকে মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।